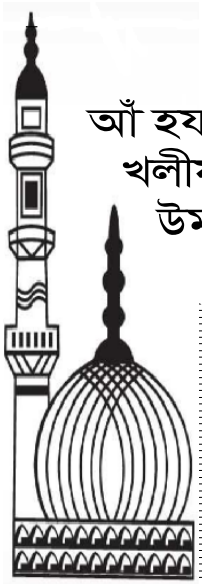

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

২৫ জুন ২০২১ তারিখের খুৎবা জুম'আর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আজ আরো কিছু বলব। যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে তিনি একবার হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)'র সাথে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত 'সিরার' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, অচেনা এক মুসাফির পরিবার। যাদেরকে এখানে রাত ও শীত থামতে বাধ্য করেছে। তাঁরা আরো নিকটে গিয়ে দেখলেন যে, একজন মহিলার সাথে তার কয়েকজন সন্তান রয়েছে আর একটি হাঁড়ি জ্বলন্ত চুলার ওপর রাখা আছে। তার সন্তানরা ক্ষুধার তাড়নায় ডুকরে কাঁদছিল। হযরত উমর (রাঃ) বাচ্চাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন, সেই মহিলা বলেন, ক্ষুধার তাড়নায় কান্না করছে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, এই পাতিলে কী আছে? সেই মহিলা বলে, এতে শুধু পানি আছে আর এর মাধ্যমে আমি বাচ্চাদের মিথ্যা সান্তনা দিচ্ছি, যাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ আমাদের এবং হযরত উমর (রাঃ)'র মাঝে মীমাংসা করবেন। তিনি (রাঃ) বলেন, হে মহিলা! আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন, তোমাদের অবস্থা উমর কি করে জানবেন? সে বলে, তিনি আমাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ব্যাপারে উদাসীন। আসলাম বলেন, হযরত উমর (রাঃ) মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী পথে মুসাফিরদের জন্য কতকগুলি সরাইখানা তৈরী করেছিলেন, যাতে সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী, যা একজন মুসাফিরের প্রয়োজন হতে পারে, তা রাখা থাকত। তিনি (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুত হেটে নিকটস্থ 'দারুল দাকীক' নামক ভবনে পৌঁছে যান এবং সেখান থেকে এক বস্তা খাদ্যশস্য বের করেন এবং একটি ঘিয়ের কৌটা নেন। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, এগুলো আমার (পিঠে) তুলে দাও। আসলাম বলেন, আপনার পরিবর্তে আমি বহন করছি। হযরত উমর (রা.) দুই অথবা তিনবার বলেন, এগুলো আমার (পিঠে) তুলে দাও। প্রতিবারই আসলাম নিবেদন করেন, আপনার স্থলে আমি বহন করছি। অবশেষে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তোমার মঙ্গল হোক। কিয়ামত দিবসে আমার বোঝা কি তুমি বহন করবে? এরপর আমি সেই বস্তা তাঁর (পিঠে) তুলে দেই। এরপর তিনি (রাঃ) সেই বস্তা নিজের পিঠে উঠিয়ে দ্রুতগতিত সেই মহিলার কাছে পৌঁছে যান। খাবার তৈরী করতে মহিলাকে সবধরণের সহযোগিতা করেন। অতঃপর তিনি ততক্ষণ সেই স্থানে থাকেন যতক্ষণ না সেই অভুক্ত শিশুরা পেট ভরে খাবার খেয়ে শুয়ে না যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র প্রতাপ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে বিশ্বের বড় বড় বাদশাহরা তো বটেই, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যও

প্রকম্পিত হতো। কিন্তু অন্যদিকে ? অন্ধকার রাতে এক বেদুইন মহিলার সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখে উমর (রাঃ)'র ন্যায় মহান মর্যাদার মানুষও অস্থির হয়ে যান। সেই সমস্ত জনগণের জাগতিক প্রয়োজনীয়তা যা তাদের দ্বারা পূরন করা সম্ভবপর ছিল না, সেক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তা ফরয হয়ে উঠেছিল। সুতরাং অভাবী ব্যক্তিদেরকে যে ওজিফা দেওয়া হতো, তা তাদেরকে অলস ও অকর্মণ্যে পরিণত করার জন্য নয়। ইসলাম যেখানে গরীবদের অভাবমোচনের শিক্ষা দেয় সেখানে তাদেরকে আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনেও বাধা দান করে। একবার হযরত উমর (রাঃ) দেখেন যে একজন ভিক্ষুক তার ঝোলা আটাতে ভর্তি থাকা সত্বেও ভিক্ষা করছিল, তিনি (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তার ঝোলা উল্টিয়ে সমস্ত আটা উঁটের সামনে ফেলে দেন এবং বলেন, এবার ভিক্ষা কর।

হযরত উমর (রাঃ)'র মুক্ত ঐ ক্রীতদাস আসলাম আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, একবার মদিনায় একটি বানিজ্য কাফেলা আসে। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে আগত ব্যক্তিদের সারারাত পাহারা দেন। রাত্রিবেলা হযরত উমর (রাঃ) এক শিশুর অস্থির কান্নার আওয়াজ শুনে ব্যকুল হয়ে ওঠেন। তিনি (রাঃ) সেই শিশুর মায়ের নিকট বাচ্চার প্রতি যত্ন নিতে বলে আসেন। তথাপিও সেই শিশু সারারাত কেঁদে কেঁদে তাঁর (রাঃ)'র ব্যকুলতা আরো বাড়িয়ে তোলে। রাতের শেষ প্রহরে শিশুর কান্নার আওয়াজ পূনরায় শুনতে পেয়ে তিনি (রাঃ) তার মায়ের কাছে গিয়ে সেই শিশুর কান্নার কারণ জিঙ্গেস করেন। সেই মহিলা বলে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি তাকে দুধের পরিবর্তে অন্য খাবারে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে, অর্থাৎ সেই শিশু অস্বীকার করছে আর দুধই খেতে চাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কেন? সেই মহিলা বলে, কেননা হযরত উমর (রাঃ) সেসব শিশুর জন্যই ভাতা নির্ধারণ করেছেন যাদের দুধ ছাড়ানো হয়েছে। তিনি সেই বাচ্চার বয়স জিঙ্গেস করে বলেন, দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়া করো না। এরপর বাজামা'ত ফজরের নামায পড়ানোর সময়ও সেই শিশুর কান্নার কারণে নামাজীদের জন্য কেরাত স্পষ্ট হচ্ছিল না। হযরত উমর নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, 'উমরের মন্দ হোক, সে কত মুসলমানের সন্তানকে-ই না হত্যা করে থাকবে।' অতঃপর তিনি ঘোষককে নির্দেশ দিলে সে ঘোষণা করে যে, তোমাদের সন্তানদের দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করো না, আমরা মুসলমান ঘরে জন্ম নেয়া প্রত্যেক শিশু তথা দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যও ভাতা নির্ধারণ করছি আর হযরত উমর (রাঃ) সকল দেশে এই নির্দেশ জারী করেন।

হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ) এক রাতে শহরে ঘোরাফেরার সময় তিনি এক মহিলাকে প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনতে পান। তিনি (রাঃ) দিনের বেলা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্বামী সেনাবাহিনীর কাজে দীর্ঘদিন যাবৎ বাইরে রয়েছে। অতঃপর তিনি (রাঃ) এই আদেশ জারি করেন যে, কোন সৈনিক যেন চার মাসের বেশি বাইরে না থাকে।

অনুরূপভাবে একবার হযরত উমর (রাঃ) মদিনার বাইরে ছিলেন। সেখানে একটা তাঁবুর ভেতর এক ভদ্র মহিলা প্রসব বেদনায় কাঁদছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) সেই মহিলার খবরা খবর জানতে চাইলে, তিনি বলেন, 'আমি একজন ভিনদেশি মুসাফির আর আমার কাছে কিছুই নেই।' এটি শুনে হযরত উমর (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রাঃ)কে সঙ্গে নিলেন, অতঃপর তিনি (রাঃ) নিজের পিঠে আটা ও ঘি চারপাই এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তাঁরা সেখানে আসেন। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) সেই মহিলার নিকট যান এবং হযরত উমর (রাঃ) বাইরে সেই মহিলার স্বামীর কাছে গিয়ে বসে পড়েন। তিনি (রাঃ) তার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন। সেই মহিলা একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলে, হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে উচ্চস্বরে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সঙ্গীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিন। সেই ব্যক্তি হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)'র এই কথা শুনে বুঝতে পারে যে, সে কত মহান ব্যক্তির সাথে বসে ছিল, কেননা সে জানত না যে, এতক্ষণ সে কার সাথে বসে আছে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'আমি একবার হযরত উমর (রাঃ) কে অতীব দ্রুত কোথাও যেতে দেখলাম। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' তখন তিনি (রাঃ) বলেন, 'সদকার একটি উট হারিয়ে গেছে, আমি তার সন্ধানে যাচ্ছি।' হযরত আলী (রাঃ) বলছেন, 'আমি হযরত উমর (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম, আপনি আপনার পরে আগমনকারী খলীফাগণের জন্য এমন পথ নির্ধারণ করেছেন, এমন সব বিষয় সম্পাদন করছেন, যার উপর চলা সহজ কাজ নয়।' তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, 'হে আবুল হাসান! আমাকে তিরস্কার করো না। মুহাম্মদ (সা.) কে যিনি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় (সদকার) একটি ছাগলের বাচ্চাও হারিয়ে যায় তাহলে কিয়ামত দিবসে উমর সেই ছাগলছানার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।'

জাবালা ইবনে আয়হাম নামক খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী এক বড় গোত্রের নেতা ছিল। সে নিজ গোত্রসহ মুসলমান হয়ে যায় এবং হজ্জের উদ্দেশ্য যাত্রা করে। হজ্জের সময় ঘটনাক্রমে কোন মুসলমানের পা তার পায়ে গিয়ে পড়ে। তখন সে ক্রোধবশতঃ তাকে চড় মারে এবং বলে, তুই আমার অসম্মান করলি, তুই কি জানিস না আমি কে! একজন মুসলমান এ পরিস্থিতি দেখে বলেন, হযরত উমরের কাছে তোমার বিষয়ে নালিশ করা হলে তিনি উক্ত মুসলমানের সাথে কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবেন। জাবালা ইবনে আয়হাম এ কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং সে দ্রুত তাওয়াফ শেষ করে সোজা হযরত উমর (রাঃ)এর বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয় আর তাঁকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে, 'কোন বড় মাপের মানুষ যদি কোন দরিদ্র মানুষের মুখে চড় মারে তাহলে আপনি কী প্রতিক্রিয়া দেখান?' তিনি (রাঃ) বলেন, 'ইসলামে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই।' অতঃপর তিনি (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'এই কাজ তু মি করো নি তো?' তখন সে মিথ্যা বলে। সে বলল, 'আমি তো কাউকে চড় মারি নি, আমি কেবল একটি বিষয় জানতে চেয়েছি।' এ কথা বলেই সে উক্ত বৈঠক থেকে উঠে পড়ে এবং নিজ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নিজ দেশে চম্পট দেয়। অতঃপর তার পুরো জাতিসহ সে মুর্তাদ হয়ে যায় আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমান বাহিনীর অংশ হয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) তার বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সে যুগের ইসলামী রাষ্ট্র এমনই সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে আর বর্তমান ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। অতঃপর তিনি (আইঃ) চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও দোয়া মাগফিরাত করে মরহুমীনদের গায়েবে জানাযা নামাযে জুম্মার পরে আদায়ের ঘোষণা করেন।

প্রথম স্মৃতিচারণের ব্যক্তি হলেন আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব, যিনি জার্মানির ওয়াইলডার্স হোস্ট জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং সুইজারল্যান্ডের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাবেক সদর ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়তও ছিলেন। তিনি গত ১২ মে তারিখে মাউন্ট এভারেস্টে সফলতার সাথে আরোহন এবং সেখানে আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করার পর অবতরনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৪১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে বিধবা স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে, এছাড়া তার পিতামাতা এবং এক ভাই ও দুই বোন রয়েছে। আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব আমৃত্যু জামা'তের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, একবার আমার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন, আর সাতটি মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করে সেগুলোর ওপর আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলনের অনুমতি গ্রহণ করেন। তার শঙ্কা ছিল, আমি কোথাও তাকে নিষেধ না করে দেই, কিন্তু আমি তাকে বলি যে, 'যদি যেতে পার তাহলে পতাকা গেড়ে দাও।' আমার মতে তিনি নিশ্চিতভাবে এক সৎ উদ্দেশ্যে এবং প্রেরণার সাথে ইসলাম, আহমদীয়াত এবং খোদাতা'লার তওহীদের বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন আর তাতে সফলও হয়েছেন এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের সফরে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে ফিরে গেছেন। তিনি নিশ্চিতরূপে শহীদের মর্যাদা পেয়ে

থাকবেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো মোহতরমা আমাতুন নূর সাহেবার, যিনি ডাক্তার আব্দুল মালেক শামীম সাহেবের স্ত্রী এবং সাহেবযাদী আমাতুর রশীদ বেগম ও মিয়া আব্দুর রহীম সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি ১৫ জুন ওয়াশিংটনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর প্রদৌহিত্রী এবং নানার দিক থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)এরও প্রদৌহিত্রী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এবং হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাই সাহেবার দৌহিত্রী আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সাহাবী বিহারের প্রফেসর হযরত আলী আহমদ সাহেবের পৌত্রী ছিলেন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয়া বিসমিল্লাহ্ বেগম সাহেবার, যিনি হিফাযতে খাসএর (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ র নিরাপত্তা বাহিনীর) সাবেক কর্মকর্তা জনাব নাসের আহমদ খান সাহেব বাহাদুর শের-এর সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি গত ১৪ জুন তারিখে জার্মানীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।

চতুর্থ স্মৃতিচারণ হলো, কর্নেল জাভেদ রুশদী সাহেবের, যিনি রাওয়ালপিণ্ডি নিবাসী চৌধুরী আবদুল গনী রুশদী সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

25 JUNE 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.